বাংলাদেশ রাবার বোর্ডঃ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯নং আইন) অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৫ মে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) কে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ৩০ এপ্রিল ২০১৯ হতে আলাদা দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয়।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দায়িত্বঃ

* প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের বিকাশে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
* কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত রাবারের গুনগত মানোন্নয়ন, বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাগান মালিক/চাষীদের সহযোগিতা প্রদান
* রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পরিত্যক্ত পতিত জমি, পাহাড় সবুজায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম পরিস্থিতি তৈরি করা।
* টেকসই রাবার চাষ এবং রাবার সংশিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান।
* রাবার চাষে নিয়োজিত মালিক, কর্মচারী ও শ্রমিকদের আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমাণের রাবার চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়
বিএফআরআই ক্যাম্পাস, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
ফোন : +৮৮ ০২৪১৩৮০০৯৫, +৮৮ ০২৪১৩৮০০৯৭, +৮৮ ০২৪১৩-৮০০৯৬
www.rubberboard.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ুর পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

রাবার কী?

প্রাকৃতিক রাবার জৈব যৌগ আইসোপ্রিনের একটি পলিমার যা প্রকৃতিতে রাবার গাছের সাদা, ঘন, আঠালো তরল নিঃসরণ হিসেবে আহরণ করা হয়। এর সাথে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য জৈব যৌগ মিশে থাকতে পারে। এছাড়া এতে পানিও থাকে। রাবার গাছের বাকল কেটে পাত্রে রাবারের নির্যাস (Latex) সংগ্রহ করা হয়। রাবারের এ কষকে বলা হয় সাদা সোনা। পরবর্তীতে এই নির্যাসকে পরিশোধিত করে বাণিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে রাবার শিট প্রস্তুত করা হয়। রাবার অত্যন্ত প্রসারণক্ষম, স্থিতিস্থাপক ও পানি নিরোধী বলে এটিকে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

রাবার থেকে কী কী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়?

প্রাকৃতিক রাবারের বহুবিধ ব্যবহার বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। শিল্প কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার কার্পেটিং, বিমান, বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার, বেবি ট্যাক্সি, মোটরসাইকেল, রিক্সা, বাইসাইকেলের টায়ার-টিউব, চপ্পল, হোস পাইপ, রাবার সোল, বাকেট, গ্যাসকেট, অয়েলসিল, পাট ও বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, ফোম-ম্যাট্রেস, ব্যাটারির বক্স, স্প্রিং, বেলুন, গরম পানির বোতল, সীল, কনডম, রান্নার সামগ্রী, ওয়েটস্যুট, কনভেয়র বেল্ট, প্যাড, বাম্পার, রাবার ম্যাট, পিচ্ছিলরোধী ফ্লোর ম্যাট, নৌকার ম্যাট, সার্জিক্যাল গোভ, বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী, প্যাসিফায়ার, খেলনা ইত্যাদি রাবার থেকে তৈরি হয়। রাবার থেকে হাজার হাজার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। ইতঃপূর্বে রাবার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বিএফআইডিসির শিল্প ইউনিটগুলোতে ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের আসবাবপত্র যেমন সোফাসেট, খাট, দরজা-জানালা, ডাইনিং টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করে দেশে বিদেশে রফতানি করা হচ্ছে। ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করা রাবার কাঠের গুণগতমান সেগুনকাঠের সমপর্যায়ের যা অতিশয় টেকসই ও সুন্দর।

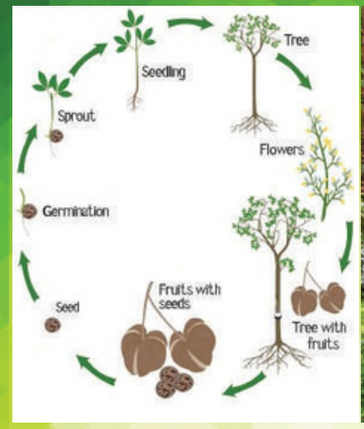

বাংলাদেশে কোথায় রাবার চাষ হয়?

বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার অবস্থানগত দিক, মাটির ক্ষয় ও কম উর্বরতার কারণে ফসলের আবাদ ভালো হয় না। এ সকল ভূমিতে কেবলমাত্র রাবার, চা ও বনায়ন করা সম্ভব। তবে আর্থিক লাভ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় চা ও বনায়নের তুলনায় রাবার চাষ লাভজনক। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রাবার বাগান থেকে উৎপাদিত রাবার আমাদের জাতীয় সম্পদ। যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বনজ সম্পদটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাবার বাগান সৃষ্টি ও কাঁচা রাবার উৎপাদন দ্রুত প্রসার লাভ করে। ফলে সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের অধীন প্রায় ৪০ হাজার একর জমিতে ছোট-বড় ১৮টি রাবার বাগান থেকে রাবার উৎপাদিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীন প্রায় আট হাজার একর পতিত জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া রাবার খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি মালিকানায় প্রায় ৩৩ হাজার একর পতিত জমি রাবার চাষের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে লীজ প্রদান করা হয়েছে। তদুপরি চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা-বাগানের পাশাপাশি রাবার চাষ হচ্ছে। সারা বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে।

রাবার চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

*রাবার গাছের কষ থেকে প্রতিদিনই অর্থ উপার্জন করা যায়।

*রাবার শীট থেকে শিল্প কারখানায় হাজার হাজার পণ্য উৎপন্ন হয়।

*কাঁচা রাবার ও রাবার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

*দেশীয় কাঁচা রাবার শিল্প কারখানায় ব্যবহার করে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

রাবার চাষের পরিবেশগত গুরুত্বঃ

*রাবার চাষে অন্যান্য বনজ গাছের তুলনায় কম রাসায়নিক সার, বিষ ও পানি প্রয়োজন হয়। তাই এটি পরিবেশ বান্ধব।

*রাবার গাছ অন্যান্য গাছের তুলনায় পরিবেশ হতে বেশি কার্বন শোষনের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে।

*পাহাড়ের ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস রোধ করে।

*পরিত্যক্ত অনুর্বর জমিতে চাষ করা যায়।

*ন্যাড়া পাহাড় সবুজায়নে রাবার বাগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রাবার চাষের অন্যান্য উপকারিতাঃ

*রাবার বাগানে পাহাড়ি সুবিধাবঞ্চিত জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ

*ফ্যাক্টরি বা রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ

*ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় উদ্যোক্তা তৈরি

*নারীর ক্ষমতায়ন

*টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের গুরুত্ব অপরিসীম।